দৈনিক জনকণ্ঠ

27

12 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

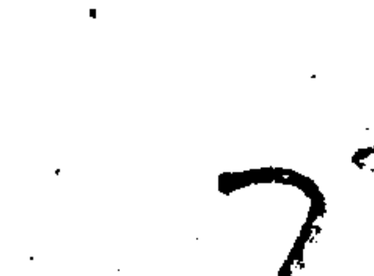

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষা ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার

যদিও আমরা ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষের এমএসসি (ফাইনাল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অথচ এখন ১৯৯৬ সাল। এ বছরের মধ্যেও আমাদের এমএসসি ডিগ্রী সমাপ্ত হবে কি না সন্দেহ আছে। আমরা আর চাই না শিক্ষা জীবনের গ্লানি বহন করতে। আমরা অচিরেই শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চাই। আমাদের অনেকের দিকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে আছে আমাদের পরিবার। কবে আমরা তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারব সে আশায় শিক্ষাজীবনের শেষ প্রান্তে এসে নানা উৎকণ্ঠায় আমরা চিন্তিত।

কতদিনে শেষ হবে আমাদের শিক্ষা জীবন? কবে সোনার হরিণতুল্য চাকরি পাব? এসব দুশ্চিন্তায় আমাদের অধিকাংশ ছাত্রের হয় চুল পড়ে যাচ্ছে, নয়ত পেকে যাচ্ছে।

একথা সর্বজনবিদিত যে, ১৯৯৫ সাল বিভিন্ন কারণে পড়াশুনার জন্য মোটেও অনুকূল ছিল না। অধিকাংশ সময় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বন্ধ। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১১ জানুয়ারি ও ৩ মার্চ যথাক্রমে ক্লাস সমাপ্ত ও পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কথা ছিল। এরপর ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ক্লাস দীর্ঘায়িত করা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত ফল হয়নি। এখনও অনেক বিভাগে ক্লাস সমাপ্ত হয়নি। অনেক বিভাগ তাড়াহুড়া করে সমাপ্ত করেছে। অনেক বিভাগে ক্লাস তো দূরের কথা; ইনকোর্স পরীক্ষা পর্যন্ত সমাপ্ত করতে পারেনি।

শোনা যাচ্ছে, একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ৩ মার্চ পরীক্ষা শুরু করতে যাচ্ছেন। তাতে ছাত্রদের দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা বেড়ে যাবে। পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে পরীক্ষা খারাপ হবে—যার গ্লানি পরবর্তী জীবনে বইতে হবে। ৩ মার্চে পরীক্ষা নিলে হয়ত জাতীয় রাজনীতির মতো সংবিধান রক্ষা হবে কিন্তু ছাত্রদের অপকার ছাড়া কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। তাছাড়া ভালভাবে পাস করার তাগিদে ছাত্ররা এ ধরনের সিদ্ধান্ত কতটুকু মেনে নেবে সেটাও ভাববার বিষয়। এতে উদ্ভব হবে আন্দোলনের মতো কর্মসূচী যা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির জন্য যথেষ্ট সহায়ক।

নিশ্চিত আবাসন পড়াশুনার অন্যতম পূর্বশর্ত। সাম্প্রতিককালে পুলিশ ও প্রতিপক্ষের আক্রমণের কারণে হলে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া নির্বাচনের জন্য হল বন্ধ হয়ে গেছে।

অনিশ্চিত ভবিষ্যত। সামনে নির্বাচন, শহীদ দিবস, ঈদ-উল-ফিতর, বিসিএস পরীক্ষা, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, সর্বোপরি বিরোধী দলসমূহের সরকার বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচী— যা স্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করবে ছাত্র ছাত্রীদের প্রবহমান জীবনকে। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে সুবিধাজনক সময়ে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হওয়া উচিত নয় কি?

মোঃ আবদুল লতিফ
এমএসসি (শেষ বর্ষ)
রসায়ন বিভাগ
১০৪, ফজলুল হক হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়